শিক্ষা নিয়ে গড়ব দেশ
শেখ হাসিনার বাংলাদেশ।

বাংলাদেশ মাদরাসা শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা

২নং অরফ্যানেজ রোড, বকশিবাজার, ঢাকা-১২১১।
Website: www.bmeb.gov.bd , E-mail: info@bmeb.gov.bd, Fax: 58616681, 58617908, 9615576

নং- বামাশিবো/প্রশা/ঝালকাঠী-১০৩/ ২৬৫৯ তারিখঃ ৬/০২/২০১৭খ্রিঃ

বিষয়ঃ তদন্ত পূর্বক প্রতিবেদন প্রেরণ প্রসঙ্গে।

সূত্রঃ শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের নং- ৩৭.০০.০০০০.০৮৫.০২৭.১৬৫.১৬-২৮; তারিখঃ ১৬/০১/২০১৭খ্রিঃ

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রের আলোকে নির্দেশক্রমে জানানো যাচ্ছে যে, ঝালকাঠী জেলার কাঠালিয়া উপজেলাধীন হেতালবুনিয়া দাখিল মাদরাসার সুপার এর জাল সার্টিফিকেট, বিভিন্ন অনিয়ম ও দুর্নীতির মাধ্যমে সরকারি অর্থ আত্মসাতের বিষয়ে জনৈক মোঃ ওবায়দুল হক শরীফ শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অভিযোগপত্র দাখিল করেছেন। অভিযোগের বিষয়ে তদন্তপূর্বক আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য শিক্ষা মন্ত্রণালয় হতে সূত্রোক্ত স্মারকে নির্দেশ করা হয়েছে (কপি সংযুক্ত)।

বর্ণিত অবস্থায় অভিযোগের বিষয়ে সরজমিনে তদন্ত পূর্বক মতামতসহ একটি প্রতিবেদন নিম্নস্বাক্ষরকারী বরাবর প্রেরণ করার জন্য অনুরোধ করা হলো।

সংযুক্তিঃ বর্ণনা মোতাবেক......১......(...এক.......) পাতা।

৬/২/১৭
প্রফেসর মোঃ মজিবুর রহমান
রেজিস্ট্রার
বাংলাদেশ মাদরাসা শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা
ফোনঃ ৯৬১২৮৫৮

প্রাপকঃ উপজেলা নির্বাহী অফিসার
কাঠালিয়া, ঝালকাঠী।

নং- বামাশিবো/প্রশা/ঝালকাঠী-১০৩/ তারিখঃ /০২/২০১৭খ্রিঃ

সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় কার্যার্থে অনুলিপিঃ

১. জেলা প্রশাসক, ঝালকাঠী।
২. জনাব মোঃ আঃ খালেক মিঞা, সহকারী সচিব (মাদরাসা), কারিগরি ও মাদরাসা শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৩. জেলা শিক্ষা অফিসার, ঝালকাঠী।
৪. সভাপতি/সদস্যবৃন্দ, ম্যানেজিং কমিটি, হেতালবুনিয়া দাখিল মাদরাসা, কাঠালিয়া, ঝালকাঠী।
৫. সুপার, হেতালবুনিয়া দাখিল মাদরাসা, কাঠালিয়া, ঝালকাঠী।
৬. জনাব মোঃ ওবায়দুল হক শরীফ, পিতা- মৃত সামছুল হক শরীফ, সাং- হেতালবুনিয়া, কাঠালিয়া, ঝালকাঠী।
৭. পি এ টু চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ মাদরাসা শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা।
৮. অফিস কপি।

মোঃ মজিবুর রহমান
উপ-রেজিস্ট্রার (প্রশাসন)
বাংলাদেশ মাদরাসা শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা
ফোনঃ ৯৬৭৪৮৭৪

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
কারিগরি ও মাদরাসা শিক্ষা বিভাগ
শিক্ষা মন্ত্রণালয়
শাখা-২৪ (মাদরাসা-২)
(www.moedu.gov.bd)

নং- ৩৭.০০.০০০০.০৮৫.০২৭.১৬৫.১৬-২৫

তারিখ: ০৩ মাঘ, ১৪২৩ বঙ্গাব্দ
১৬ জানুয়ারি, ২০১৭ খ্রিস্টাব্দ

বিষয়ঃ অভিযোগসমূহ তদন্ত প্রসঙ্গে।

উপর্যুক্ত বিষয়ে নিম্নোক্ত অভিযোগসমূহ সরেজমিনে তদন্ত করে সুস্পষ্ট মতামতসহ পত্রে উল্লিখিত নির্ধারিত সময়ের মধ্যে মন্ত্রণালয়ে প্রতিবেদন প্রেরণের জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো।

ক্র: নং	অভিযোগকারীর নাম ও ঠিকানা	অভিযোগের বিষয়	প্রস্তাবিত কর্মকর্তা/প্রতিষ্ঠান	প্রস্তাবিত সময়
১.	জনাব মো: ওবায়দুল হক শরীফ, পিতা- মৃত সামছুল হক শরীফ, সাং- হেতালবুনিয়া, থানা: কাঠালিয়া, জেলা: ঝালকাঠি।	ঝালকাঠি জেলার কাঠালিয়া থানাধীন হেতালবুনিয়া দাখিল মাদরাসার সুপার মো: মনিরুল ইসলাম-এর জাল সার্টিফিকেট ও বিভিন্ন অনিয়ম ও দুর্নীতির মাধ্যমে সরকারি অর্থ আত্মসাতের বিরুদ্ধে তদন্তপূর্বক আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহন সংক্রান্ত।	চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড	৩০ দিন
২.	জনাব মো: সাজ্জাদ হোসেন, পিতা মো: আফতাব উদ্দিন প্রামাণিত, সহকারী শিক্ষক (সমাজ বিজ্ঞান), আজেপাড়া দাখিল মাদরাসা, সুন্দরগঞ্জ, গাইবান্ধা।	গাইবান্ধা জেলার সুন্দরগঞ্জ উপজেলার আজেপাড়া দাখিল মাদরাসার সহকারী শিক্ষক (সামাজিক বিজ্ঞান) মো: সাজ্জাদ হোসেন (ইনডেক্স নং- ৬৮৭৭১৮) এর এম.পি.ও হতে জাল-জালিয়াতির মাধ্যমে জন্ম তারিখ এবং ব্যাংক হিসাব নম্বর পরিবর্তন করে অন্য ব্যক্তি কর্তৃক সরকারী অর্থ আত্মসাৎ এর বিরুদ্ধে আইনানুগ শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণসহ জন্ম তারিখ এবং ব্যাংক হিসাব নম্বর সংশোধন প্রসঙ্গে।	মহাপরিচালক, মাদরাসা শিক্ষা অধিদপ্তর	৩০ দিন
৩.	জনাব মো: নাদেরুজ্জামান, পিতা- পেয়ার মোহাম্মদ, সাং- মিয়াজির পাড়া, গর্জনিয়া, রামু, কক্সাবাজার।	কক্সাবাজার জেলাধীন রামু উপজেলার গর্জনিয়া ইসলামিয়া আলিম মাদরাসায় ভূয়া শিক্ষকের নামে বেতন ভাতার সরকারি অংশের টাকা উত্তোলন করে আত্মসাত, তহবিল তসরুপ, স্বেচ্ছাচারিতা, অব্যবস্থাপনা ও ফৌজদারী মামলায় সাজাপ্রাপ্ত হওয়ার কারণে চাকুরীচ্যুত ব্যক্তিকে সদস্য সচিব করে গঠিত গভর্নিং বডি বাংলাদেশ মাদরাসা শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা গভর্নিং ও ম্যানেজিং কমিটি প্রবিধানমালা ২০০৯ এবং ৩৮ বিধি অনুসারে গভর্নিং বডি ভেঙ্গে দিয়ে উপজেলা প্রশাসনের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানে প্রশাসনিক ও আর্থিক ব্যবস্থাপনা পরিচালনা প্রসঙ্গে।	চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড	৩০ দিন
৪.	এলাকাবাসীর পক্ষে-মো: সিরাজুল ইসলাম, বাগান ইসলামিয়া আলিম মাদরাসার সাবেক অধ্যক্ষ, আলহাজ্ব হজরত আলী মাস্টার, বাগান ইসলামিয়া আলিম মাদরাসার সাবেক সভাপতি, উপজেলা: ত্রিশাল, জেলা: ময়মনসিংহ	ময়মনসিংহ জেলার ত্রিশাল উপজেলার বাগান ইসলামিয়া আলিম মাদরাসার বিধি বর্হিভূতভাবে নির্বাচিত অধ্যক্ষকে অপসারণের আকুল আবেদন প্রসঙ্গে।	মহাপরিচালক, মাদরাসা শিক্ষা অধিদপ্তর	৩০ দিন
৫.	ফরিদাবাদ লতিফিয়া এরব দাখিল মাদরাসার এলাকাবাসীর পক্ষে-মো: জামাল, মো: কামাল, মো: শাহে আলম, মো: আবদুল জলিল, মো: আলী আহাম্মদ, মো: আবু জাহের, মো: রহিম, মো: রফিক, গ্রাম+ডাক: নুরাবাদ, উপজেলা: চরফ্যাশন, জেলা: ভোলা।	জাল সার্টিফিকেট দিয়ে অবৈধভাবে শিক্ষক নিয়োগ এবং অবৈধভাবে সরকারি বেতন ভাতা উত্তোলন প্রসঙ্গে।	মহাপরিচালক, মাদরাসা শিক্ষা অধিদপ্তর	৩০ দিন
৬.	সাদিক, তথ্য প্রেরণ, সিপিজার।	রংপুর জেলার পীরগঞ্জ উপজেলার অর্ন্তগত ঘাসিপুর রহমানিয়া আলিম মাদরাসার ভূয়া সনদপত্রে শিক্ষকতা চাকুরী করার বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রসঙ্গে।	চেয়ারম্যান, বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন কর্তৃপক্ষ	৩০ দিন

(মোঃ আঃ খালেক মিঞা) ১৮/০১/১৭
সহকারী সচিব (মাদ্রাসা)
ফোনঃ ৯৫৭৭৪২৪

বিতরণ কার্যার্থেঃ

১। চেয়ারম্যান, বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন কর্তৃপক্ষ, রেডক্রিসেন্ট বোরাক টাওয়ার, লেভেল-০৪ ও ০৫, ৩৭/৩/এ, ইস্কাটন গার্ডেন রোড, রমনা, ঢাকা-১০০০।

২। মহাপরিচালক, মাদরাসা শিক্ষা অধিদপ্তর, রেডক্রিসেন্ট বোরাক টাওয়ার, লেভেল-০৩, ৩৭/৩/এ, ইস্কাটন গার্ডেন রোড, রমনা, ঢাকা-১০০০।

৩। চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ মাদরাসা শিক্ষা বোর্ড, বখশি বাজার, ঢাকা।

বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা
আর এণ্ড আই শাখা
ডাইরী নাম্বার......২৬

বরাবর,
মাননীয় সচিব,
শিক্ষা মন্ত্রনালয়,
বাংলাদেশ সচিবালয়, রমনা, ঢাকা।

শিক্ষা সচিবের দপ্তর
ডায়েরী নং / তারিখঃ
অতিঃ সচিব (প্রশাসঃ অর্থ) / অতিঃ সচিব (উন্নয়ন)
অতিঃ সচিব (বিশ্ববিদ্যালয়) / অতিঃ সচিব (অডিট ও আইন)
অতিঃ সচিব (কারিগরী) / অতিঃ সচিব (মাধ্যমিক)
অতিঃ সচিব (মাদরাসা) / প্রধান পরিকল্পনা
অতিঃ সচিব (কলেজ)

শিক্ষা মন্ত্রণালয় প্রাপ্তি ও জারী ইউনিট

বিষয় ঃ ঝালকাঠি জেলার কাঠালিয়া থানাধীন হেত্তালবুনিয়া দাখিল মাদ্রাসার সুপার মোঃ মনিরুল ইসলাম- এর জাল সার্টিফিকেট ও বিভিন্ন অনিয়ম ও দুর্নীতির মাধ্যমে সরকারী অর্থ আত্মসাতের বিরুদ্ধে তদন্তপূর্বক আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহনের আবেদন।

জনাব,

আমি নিম্ন স্বাক্ষরকারী **মোঃ ওবায়দুল হক শরীফ**, পিতা- মৃত সামছুল হক শরীফ, সাং- হেতালবুনিয়া, থানা- কাঠালিয়া, জেলা- ঝালকাঠি আপনার সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় আইনানুগ পদক্ষেপ গ্রহনের নিমিত্ত জানাচ্ছি যে, আমার পিতা মৃত সামছুল হক শরীফ নিজ ভূমি প্রদানপূর্বক ১৯৮৭ সালে হেতালবুনিয়া দাখিল মাদ্রাসাটি প্রতিষ্ঠা করেন, যা গত ০১.০৭.১৯৯৪ইং তারিখে এম,পি,ও ভূক্ত হয়। জনাব মোঃ মুনিরুল ইসলাম উক্ত মাদ্রাসায় সহকারী মৌলভী হিসাবে কর্মরত ছিলেন। পরবর্তীতে তিনি বিভিন্ন জাল জালিয়াতির মাধ্যমে উক্ত মাদ্রাসার সুপার হিসাবে নিয়োগ লাভ করতঃ একদিকে যেমন মাদ্রাসার শিক্ষার পরিবেশ ধ্বংস করছেন অন্যদিকে দুর্নীতির মাধ্যমে অবৈধভাবে সরকারী লক্ষ লক্ষ টাকা আত্মসাৎ করে চলেছেন। উক্ত মুনিরুল ইসলামের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগসমূহ নিম্নরূপ-

১। জনাব মোঃ মুনিরুল ইসলাম হেতালবুনিয়া দাখিল মাদ্রাসার সহকারী মৌলভী হিসাবে কর্মরত থাকা অবস্থায় উক্ত প্রতিষ্ঠানের সুপার জনাব ওবায়দুল হক এর সাময়িক বরখাস্ত থাকার সুযোগে জাল অব্যহতিপত্র তৈরী করতঃ সুপারের পদ শুন্য দেখিয়ে সুপার পদে নিয়োগ সংক্রান্ত সকল কাগজপত্র জাল করে এমনকি নিজের শিক্ষাগত যোগ্যতার (কামিল) জাল সনদ মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের মাদ্রাসা শাখায় দাখিল করতঃ গত ০৩.০২.১৯৯৬ইং তারিখে উক্ত মাদ্রাসার সুপার হিসাবে নিয়োগ লাভ করেন এবং এম,পি,ও ভূক্ত হন, যার ইনডেক্স নং- ৩৬৫৬২৯। উক্ত মুনিরুল ইসলাম জাল জালিয়াতির নিয়োগ লাভ করতঃ গত ০৩.০২.১৯৯৬ইং তারিখ থেকে ২৮.০৪.২০০২ইং তারিখ পর্যন্ত সরকারের ২ লক্ষ ৬৫ হাজার ১শত ৬৬ টাকা অবৈধভাবে উত্তোলন পূর্বক আত্মসাৎ করেছেন। উক্ত জালজালিয়াতির বিষয়টি ২০০২ইং সালে প্রকাশ পেলে উক্ত মুনিরুল ইসলাম অত্যন্ত সুকৌশলে নিজস্ব কমিটি দ্বারা ২৮.০৪.২০০২ইং তারিখের সভার মাধ্যমে পূনরায় সহকারী মৌলভীর পদে নিয়োগ গ্রহন করতঃ অদ্যবধি উক্ত পদেই অবৈধভাবে কর্মরত আছেন।

ডকেট নং-	তারিখ........
উপ-সচিব (মাদরাসা)	
সহ-সচিব (মাদ্রাসা)	
ব্যাক্তিগত কর্মকর্তা	
(মাদরাসা)	

উল্লেখ্য যে, উক্ত মোঃ মুনিরুল ইসলাম ১৯৯৫ সালে জাল কামিল সনদপত্র দিয়ে ০৩.০২.১৯৯৬ইং তারিখ থেকে মাদ্রাসার সুপার পদে চাকুরী করা অবস্থায় ২০০২ইং সালে জাল সনদের বিষয়টি প্রকাশ পেলেও তার চাকুরী ০৩.০২.১৯৯৬ইং তারিখ থেকে অবৈধ এবং অদ্য পর্যন্ত তার উত্তোলিত সমুদয় টাকা সরকারী কোষাগারে ফেরতযোগ্য এবং জালিয়াতির জন্য যথাযথ শাস্তি তার প্রাপ্য।

ডকেট নং-	তারিখ............
সহ-সচিব (মাদরাসা-১)	
সহ-সচিব (মাদরাসা-২)	
উপ-সচিব (মাদ্রাসা)	

২। উক্ত মোঃ মুনিরুল ইসলাম মাদ্রাসার সুপার পদে অবৈধভাবে কর্মরত থাকাকালীন কোন শুন্য পদ না থাকা স্বত্বেও ভূয়া শুন্য পদ দেখিয়ে, কোন বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ না করে ভূয়া কাগজপত্র তৈরী করে তার ভায়রা আঃ ছালামকে গোপনে মাদ্রসার সহকারী শিক্ষক পদে নিয়োগ দিয়ে এবং ০১.০৭.১৯৯৯ইং তারিখে এম,পি,ও ভূক্ত করিয়ে বেতনভাতার নামে অবৈধভাবে সরকারী লক্ষ লক্ষ টাকা উত্তোলনপূর্বক আত্মসাৎ করে আসছেন।

চলমান পাতা- ২

মোবাঃ০১৭১৮৫১০৩৩৬

হেতালবুনিয়া দাখিল মাদ্রাসা

স্থাপিতঃ ১৯৮৭ইং
প্রতিষ্ঠাতাঃ মাওলানা মোঃ নুরুল ইসলাম।
ডাকঘরঃ হেতালবুনিয়া, উপজেলাঃ কাঠালিয়া, জেলাঃ ঝালকাঠী।
মাদ্রাসা কোড-১৬৫৬৬, জেলাঃ কোড৫৪, কেন্দ্র কোডঃ ৫৩৬,EIIN-101754
Yahoo! ID & Email:hetalbuniamadrasha@yahoo.com

স্মারক নং- তারিখঃ..........

আমি নিম্ন স্বাক্ষর কারী হেতালবুনিয়া দাখিল মাদ্রাসায় সুপার পদে কর্মরত আছি। গত ৮/২/১১ ইং; তারিখের স্মারক নং- ৩ তম/১৪৬-বি/২০০৫/৪৭৬১(৫ মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের দুর্নীতি প্রতিরোধ কর্মকর্তা জনাব এ.কে.এম. মুজিবুর রহমান. আজ ২৩/২/২০১১ তারিখ সকাল ৯.৩০ ঘঃ উক্ত প্রতিষ্ঠানে উপস্থিত হন। তদন্তঃ আমার বিরুদ্ধে আনিত অভিযোগের প্রয়োজনীয় কাগজ পত্র দেখিতে চাইলে আমি দেখাইতে এবং সকল কাগজ পত্র দেখাতে অপারগতা প্রকাশ করি, এবং সুপার নিয়োগ বিজ্ঞপ্তির জন্য যে কাগজ পত্র দাখিল করিয়াছি তাহা সম্পূর্ণ আমার তৈরীকৃত জাল বলে স্বীকার করি। উক্ত কাজের জন্য আমি ক্ষমা প্রার্থী। আমাকে সুপার পদ থেকে অব্যাহতি দিয়ে সরকারি টাকা ফিরত দেয়ার জন্য মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর তথা সরকার মহোদয়ের সবিনয় অনুরোধ জানাচ্ছি।

মোঃ মনিরুল ইসলাম
তাং- ২৩/২/১১
মোঃ মনিরুল ইসলাম
সুপার
হেতালবুনিয়া দাখিল মাদ্রাসা
কাঠালিয়া, ঝালকাঠী।

স্বাক্ষর
২৩/২/১১
এ.কে.এম. মুজিবুর রহমান
[illegible]

২৫

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর
বাংলাদেশ, ঢাকা।

স্মারক নং- ক:ম:/সেল-১১৬/২০১১ তারিখ: ২৮/৩/১১ খ্রীঃ

বিষয় ঃ তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল প্রসঙ্গে।

সূত্র নং- ওএম/১৪৩/বিঃ/২০০৩/৪৭৬১/৫, তারিখ: ৮/২/২০১১ খ্রীঃ

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রের প্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, ঝালকাঠি জেলার কাঁঠালিয়া উপজেলাধীন হেতালবুনিয়া দাখিল মাদ্রাসায় একই পদে দুইজন সুপার কর্মরত আছেন এবং বর্তমান সুপার জনাব মুনিরুল ইসলাম ভূয়া কাগজপত্র তৈরী করে এম.পি.ও ভূক্ত হয়েছেন বলে আনীত অভিযোগ সরজমিনে তদন্তপূর্বক তদন্ত প্রতিবেদন আপনার বরাবরে প্রেরণ করা হলো।

মোট০৭(সাত)টি কপি অত্রসাথে সংযুক্ত।

জনাব মোঃ সিদ্দিকুর রহমান
সহকারী পরিচালক (বিশেষ শিক্ষা)
মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর
বাংলাদেশ, ঢাকা।

এ.কে.এম মুজিবুর রহমান
অফিসার-ইন-চার্জ
কমার্শিয়াল এডুকেশন সেল
মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর
বাংলাদেশ, ঢাকা।

বিতরণ ঃ

১. জনাব মোঃ ওবায়দুল হক, সাময়িক বরখাস্তকৃত সুপার (অভিযোগকারী)।
২. সংরক্ষণ নথি।

২৮.৩.১১
এ.কে.এম মুজিবুর রহমান
অফিসার-ইন-চার্জ
কমার্শিয়াল এডুকেশন সেল
মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর
বাংলাদেশ, ঢাকা।

১৫

মন্তব্য ঃ

১. কাঠালিয়া উপজেলাধীন হেতালবুনিয়া দাখিল মাদ্রাসার সুপার পদটি এখনও শূন্য হয় নাই। কারণ বর্তমান সুপার জনাব ওবায়দুল হক সাময়িক বরখাস্তকৃত। কোন সুপার সাময়িক বরখাস্ত হলে পদটি শূন্য হয় না।

২. জনাব মুনিরুল ইসলাম জাল কাগজপত্র নিজে তৈরী করে সুপার হিসাবে নিয়োগ লাভ করেছেন। তার সুপার হিসাবে নিয়োগ বৈধ নয়।

৩. এম.পি.ও শীটে দুইজন সুপারের নামে বেতন ভাতা বরাদ্দ দেয়া হয়েছে। মুনিরুল ইসলামের নাম এম.পি.ও শীট থেকে কর্তনের জন্য সুপারিশ করছি।

৪. যেহেতু জনাব মুনিরুল ইসলামের সুপার হিসাবে নিয়োগ বৈধ নয় সে কারণে আগষ্ট- ১০ থেকে ফেব্রুয়ারী-২০১১ পর্যন্ত সুপার হিসাবে উত্তোলিত বেতন ভাতা ফেরৎ যোগ্য।

৫. জনাব মুনিরুল ইসলাম লিখিত জবাবে বলেছেন তিনি সুপার পদ থেকে অব্যহতি নিয়ে পূর্বের সহকারী মৌলভী পদে ফিরে যেতে চান। তিনি পূর্বের সহকারী মৌলবী পদে ফিরে যেতে পারেন কি না এ বিষয়ে সদয় কর্তৃপক্ষের বিবেচনাধীন।

২৮/৩/১১
এ.কে.এম মুজিবুর রহমান
অফিসার-ইন-চার্জ
কমার্শিয়াল এডুকেশন সেল
মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর
বাংলাদেশ, ঢাকা।

তদন্ত প্রতিবেদন

মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের স্মারক নং ৩এম/১৪৩/বি/২০০৩/৪৭৬১/৫ তারিখ ৮/২/১১ইং এর আদেশ মোতাবেক আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী ঝালকাঠি জেলার কাঠালিয়া উপজেলাধীন হেতালবুনিয়া দাখিল মাদ্রাসায় একই পদে দুইজন সুপার কর্মরত আছেন, তার মধ্যে একজন সুপার জনাব মনিরুল ইসলাম ভূয়া কাগজপত্র তৈরী করে এম.পি.ও ভূক্ত হয়েছেন বলে আনীত অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত করি।

অভিযোগের বিষয় ঃ

(১) কাঁঠালিয়া উপজেলাধীন হেতালবুনিয়া দাখিল মাদ্রাসায় কর্মরত সহকারী মৌলবী জনাব মুনিরুল ইসলাম তার প্রতিষ্ঠানে সুপারের পদ শূন্য দেখিয়ে সুপার নিয়োগ সংক্রান্ত সকল কাগজপত্র জাল তৈরী করে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের মাদ্রাসা শাখায় জমা দিয়ে সুপার হিসাবে এমপি.ও ভূক্ত হয়েছেন।

প্রাপ্ত তথ্যের উৎস সূত্র ঃ

১। হেতাল বুনিয়া দাখিল মাদ্রাসার বর্তমান সুপার জনাব মুনিরুল ইসলাম কর্তৃক তার লিখিত জবাব এর সত্যায়িত ফটোকপি।

২। বর্তমান সাময়িক বরখাস্তকৃত সুপার জনাব ওবায়দুল হকের লিখিত বক্তব্য।

৩। মাদ্রাসা শাখা থেকে সরবরাহকৃত কাগজপত্র।

৪। নভেম্বর/১০ ও জানুয়ারী/১১ মাসের এম.পি.ও শীট এর ফটোকপি।

৫। নভেম্বর ও জানুয়ারী মাসের এম.পি.ও শীট এর আলোকে উত্তোলিত টাকার প্রমাণপত্রের ফটোকপি।

প্রাপ্ত তথ্যের পর্যালচনা ঃ

১. জনাব মুনিরুল ইসলাম হেতালবুনিয়া দাখিল মাদ্রাসার সহকারী মৌলভী হিসাবে কর্মরত ছিলেন। মাদ্রাসায় কর্মরত সুপার জনাব ওবায়দুল হক (বর্তমানে সাময়িক বরখাস্তকৃত) এর একখানা জাল অব্যহতি পত্র তৈরী করে সুপারের পদ শূন্য দেখিয়ে শুন্য পদে সুপার নিয়োগ সংক্রান্ত সকল কাগজপত্র ও স্বাক্ষর জাল করে একগুচ্ছ কাগজ মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের মাদ্রাসা শাখায় দাখিল করে সুপার হয়েছেন। যাহা মুনিরুল ইসলাম নিজেই লিখিত জবাবে উল্লেখ করেছেন।

২. হেতালবুনিয়া দাখিল মাদ্রাসার নভেম্বর মাসের এম.পি.ও সীট দুইজন সুপারের নামে বেতনভাতা প্রেরণ করা হয়েছে।

৩. নভেম্বর মাসের বেতন ভাতা উত্তোলনের বিবরণীতে মোঃ মুনিরুল ইসলাম সুপার (ভারপ্রাপ্ত) হিসাবে তিন মাসের বকেয়া সহ ৫৮,০০০/- (আটান্ন হাজার) টাকা উত্তোলন করেছেন বলে প্রমাণ পাওয়া গেছে।

৪. হেতালবুনিয়া দাখিল মাদ্রাসার সুপার হিসাবে মুনিরুল ইসলামের নিয়োগ সংক্রান্ত বিষয়ে ঝালকাঠি জেলা শিক্ষা অফিসার জনাব মেহেবুবা হোসেন এর সাথে আলাপ আলোচনা হয়। জেলা শিক্ষা অফিসার মৌখিকভাবে জানান যে, এই নিয়োগ সংক্রান্ত বিষয়ে তিনি কিছুই জানেন না বা তার অফিসে মুনিরুল ইসলামের সুপার হিসাবে নিয়োগ সংক্রান্ত বিষয়ে কোন ফাইল বা কাগজপত্র নেই।

চলমান পাতা-২

উল্লেখ্য যে, উক্ত আঃ ছালামের আবেদনপত্রে দেখা যায় ০২.০৭.১৯৯৮ইং তারিখের "দৈনিক পল্লী অঞ্চল" পত্রিকার নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি মোতাবেক তিনি আবেদন করেছেন, কিন্তু ০২.০৭.১৯৯৮ইং তারিখে প্রকাশিত উক্ত পত্রিকায় এধরনের কোন বিজ্ঞপ্তি নেই।

৩। উক্ত মোঃ মুনিরুল ইসলাম অবৈধ লাভের বিনিময়ে বিধিবহির্ভূতভাবে মাদ্রাসার জুনিয়র সহকারী শিক্ষক কৃষি পদ সৃষ্টি করতঃ তার ঘনিষ্ট জনাব আলমগীর হোসেন মীরবহরকে উক্ত পদে নিয়োগ প্রদান করতঃ অদ্যবধি সরকারী অর্থ আত্মসাৎ করে চলেছেন।

উল্লেখ্য যে, উক্ত মোঃ মুনিরুল ইসলামের উল্লেখিত দূর্নীতি ও অবৈধ কর্মকান্ডের বিরুদ্ধে হেতালবুনিয়া মাদ্রাসার সাময়িক বরখাস্তকৃত সুপার জনাব মোঃ ওবায়দুল হক কর্তৃক মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরে দাখিলকৃত লিখিত অভিযোগের প্রেক্ষিতে উক্ত অধিদপ্তরের স্মারক নং ওএম/১৪৩/বি/২০০৩/৪৭৬১/৫ তারিখ ০৮/০২/২০১১ইং মোতাবেক বিষয়টি তদন্তের জন্য জনাব এ,কে,এম মুজিবুর রহমান, অফিসার-ইন-চার্জ, কমার্শিয়াল এডুকেশন সেল, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা -কে লিখিত নির্দেশ দেয়া হলে তিনি তদন্তপূর্বক উল্লেখিত অভিযোগের সত্যতা পান। এমনকি উক্ত মোঃ মুনিরুল ইসলাম তদন্তকারী কর্মকর্তার নিকট মাদ্রাসার প্যাডে লিখিত দোষ স্বীকারোক্তি প্রদান করেন। উক্ত তদন্তকারী কর্মকর্তা জনাব এ,কে,এম মুজিবুর রহমান স্মারক নং- ক:ম:/সেল-১১৬/২০১১ তারিখ ২৮/০৩/২০১১ মূলে উল্লেখিত স্বীকারোক্তিসহ প্রয়োজনীয় কাগজপত্রাদি সংযুক্ত করতঃ তার তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল করলেও উক্ত মোঃ মুনিরুল ইসলাম অবৈধ প্রভাব খাটিয়ে তার বিরুদ্ধে প্রমানিত সকল অভিযোগ ধামাচাপা দিয়ে অদ্যবধি তার দূর্নীতি ও অবৈধ কর্মকান্ড পূর্ববৎ চলমান রেখেছেন। তার কর্মকান্ডের বিরুদ্ধে কেউ কোন প্রতিবাদ করলে তিনি তাকে বিভিন্নভাবে হয়রানী করায় বর্তমানে কেউ সাহস করেন না।

আমি স্থানীয় এলাকাবাসীর পক্ষে উক্ত মোঃ মুনিরুল ইসলামের যাবতীয় দূর্নীতি ও অবৈধ কর্মকান্ডের যথাযথ বিচার দাবী করছি।

অতএব, বিনীত নিবেদন, উক্ত মোঃ মুনিরুল ইসলামের বিরুদ্ধে অত্র অভিযোগ বিষয়ে সুষ্ঠু তদন্তপূর্বক যথাযথ আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহনে আপনার সদয় মর্জি হয়।

বিনীত নিবেদক,

মোঃ ওবায়দুল হক শরীফ

(মোঃ ওবায়দুল হক শরীফ)
পিতা- মৃত সামছুল হক শরীফ
সাং- হেতালবুনিয়া, থানা- কাঠালিয়া
জেলা- ঝালকাঠি।

সংযুক্তিঃ

ধ ১। জনাব এ,কে,এম মুজিবুর রহমান, অফিসার-ইন-চার্জ, কমার্শিয়াল এডুকেশন সেল, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা-এর দাখিলকৃত তদন্ত প্রতিবেদনের কপি এবং মোঃ মুনিরুল ইসলামের জাল কামিল সনদ ও লিখিত স্বীকারোক্তিপত্রসহ মোট ০৯ (নয়) পাতা।

অনুলিপিঃ

ইসলামের সুপার হিসাবে নিয়োগ সংক্রান্ত বিষয়ে কোন ফাইল বা কাগজপত্র নেই।

চলমান পাতা-২